রাতের ভোটের মূল সূত্রদাতা ছিলেন তৎকালীন পুলিশ প্রধান: আদালতে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন

সংগৃহীত ছবি

সাবেক পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন আদালতে দেওয়া এক জবানবন্দিতে জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই ব্যালট বাক্স ভরার পরিকল্পনা হয়েছিল, যার ধারণা দেন তৎকালীন আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারী। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের নির্দেশনায় মাঠপর্যায়ে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীকে সক্রিয় করা হয়। মামুন আরও দাবি করেন, গুম, নির্যাতন ও ক্রসফায়ারের মতো অপকর্মের নির্দেশ আসত প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে, এবং এর বাস্তবায়নে বিভিন্ন বাহিনী জড়িত ছিল। তিনি নিজেও মানবতাবিরোধী অপরাধে সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করে রাজসাক্ষী হয়েছেন।

২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভর্তি করার পরিকল্পনা তৎকালীন আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারীরই ছিল বলে দাবি করেছেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে চলতি বছরের মার্চে দেওয়া এক জবানবন্দিতে তিনি এ তথ্য তুলে ধরেন।

মামুন জানান, সরকারের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তে এই পরিকল্পনা মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। এতে ডিসি, ইউএনও, এসিল্যান্ডসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা হয়।

তিনি আরও বলেন, গুম, অপহরণ, নির্যাতন ও কথিত ক্রসফায়ারের নির্দেশনা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আসত। এসব নির্দেশ বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক সিদ্দিকী জড়িত ছিলেন বলে দাবি করেন তিনি। র‍্যাব, পুলিশ এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এসব কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল।

চৌধুরী মামুন আরও জানান, রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে পুলিশের কর্মকর্তাদের বিপিএম ও পিপিএম পুরস্কারে ভূষিত করা হতো।

জবানবন্দিতে তিনি বলেন, র‍্যাবের টাস্কফোর্স ইন্টেলিজেন্স (TFI) সেলে দীর্ঘদিন নিখোঁজ থাকা ব্যারিস্টার আরমানকে আটকে রাখা হয়েছিল। এ বিষয়ে তাকে অবহিত করেন তৎকালীন আইজিপি বেনজীর আহমেদ। যদিও তিনি সব জেনেও কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি।

ঢাকায় কর্মরত পুলিশের বড় অংশের কর্মকর্তা গোপালগঞ্জের হওয়ায় তারা প্রশাসনিক শৃঙ্খলা মানতেন না বলেও দাবি করেন মামুন। তিনি বলেন, তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন অতিরিক্ত আইজিপি মনিরুল ইসলাম ও ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান। তবে এ দুই কর্মকর্তার মধ্যেও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও পৃথক গ্রুপিং ছিল।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ১০ জুলাই চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে নিজের সংশ্লিষ্টতা স্বীকার করে আদালতে রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন করেন। পরে আদালত তা গ্রহণ করে।